ঈশ্বর আমাদের যে বইটি দিয়েছেন

ঈশ্বর কিভাবে আমাদের বাইবেল দিয়েছেন তা কি আপনার কখনও জানতে ইচ্ছা হয়নি ? স্বর্গদূতগণ কি তা তৈরী করে রেখেছিলেন যেন পরে কোন লোক তা খুঁজে পায় ? অথবা কেউ কি সারা জীবন সাধনা করে তার ধ্যান ধারণার বিবরণ বাইবেলে লিখে গেছেন ?

তাঁর বাক্য, অর্থাৎ বাইবেল দেওয়ার ব্যাপারে ঈশ্বর কিন্তু এ গুলির কোন পথই ব্যবহার করেননি । যে বইটিকে আমরা বাইবেল বলে জানি সেটি দেবার জন্য ঈশ্বর বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ লোকদের ব্যবহার করেছিলেন, যারা শত শত বছর ব্যাপী এই বইটি লিখেছিলেন । তাদের লেখার মধ্যে যে মিল বা ঐক্য দেখা যায় তা এক অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরেরই সাক্ষ্য বহন করে।

বাইবেল যে পথে লেখা হয়েছিল তা এক অলৌকিক

ব্যাপার। তেমনি বাইবেল যে আজও অবিকৃত ভাবে এর অস্তিত্ব রক্ষা করছে, তাও আর একটি অলৌকিক ব্যাপার। একজন ভাববাদীর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে একজন রাজা একখানি ভাববাণীর বই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু সদাপ্রভু ভাববাদীকে আর একখানি গুটানো পুস্তকে সব বিবরণ লিখে রাখবার আদেশ দিয়েছিলেন (যিরমিয় ৩৬ ঃ ২৭-২৮)। তাঁর বাক্য ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি।

এই পাঠে আমরা বাইবেল সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করব, যেমন বাইবেল লিখবার জন্য ঈশ্বর কাদের ব্যবহার

করেছিলেন, বাইবেলের একটি অংশের সঙ্গে অন্য অংশের কি মিল, পরস্পরের সাথে বা সব কিছুর সঙ্গে আমাদের জীবনেরই বা কি মিল আছে ইত্যাদি । আমরা বাইবেলের সাথে যত ভালভাবে পরিচিত হব ততই এর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে শিখব এবং একই সময়ে আরও বেশী পরিমানে বাইবেল পাঠের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলব।

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন ঃ

বাইবেলের উৎপত্তি

বাইবেলের সাধারণ গঠন

পুরাতন ও নুতন নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক

বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ

এই পাঠ পড়লে আপনি

- বাইবেলের উৎপত্তি ও গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুরাতন নিয়মের সাথে নূতন নিয়মের সম্পর্ক কি তা বুঝতে পারবেন।
- প্রত্যেকের পক্ষে বাইবেল পড়ে বুঝা আবশ্যক কেন তা জানতে পারবেন।

বাইবেলের উৎপত্তি

বাইবেলের সংজ্ঞা এবং ভাগ

লক্ষ্য ১ঃ পবিত্র বাইবেল বলতে কি বুঝায় তার সংজ্ঞা এবং এর মধ্যে কতগুলি বই আছে তা বলতে পারা।

পবিত্র বাইবেল আসলে ঈশ্বরের দেওয়া ৬৬টি বইয়ের এক পাঠাগার বা লাইব্রেরী। একে আমরা বাইবেল, পবিত্র শাস্ত্র, ঈশ্বরের বাক্য প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকি।

"বাইবেল" কথাটির মানে "বই"। "পবিত্র" মানে "এমন কিছু, যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরেরই, আর এই জন্য আমরা তাকে শ্রদ্ধা করি।" বাইবেলের মোট ৬৬টি বইয়ের প্রত্যেকখানি বই-ই পবিত্র।

বাইবেলের লেখক এবং তাদের অনুপ্রেরণা

লক্ষ্য ২ঃ মোট কতজন লেখক বাইবেল লিখেছিলেন এবং তাঁরা কিভাবে বাইবেলের বইগুলি লিখেছিলেন তা বলতে পারা।

ঈশ্বর বাইবেল লিখবার জন্য প্রায় ৪০ জন লোককে ব্যবহার করেছিলেন। এদের কেউ কেউ একটির বেশীও বই লিখেছিলেন, আবার কয়েকটি বইয়ে লেখকের নাম না থাকায় ঐগুলি কারা লিখেছিলেন তা আমরা জানি না।

"ঈশ্বরানুপ্রাণিত" কথাটির মানে ঈশ্বর লেখকদের দিয়ে যা লেখাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে চিন্তা ও ভাষা পবিত্র আত্মাই তাদের মনে যুগিয়ে দিয়েছিলেন। ২ তীমথিয় ৩ ঃ ১৬ পদে লেখা আছে যে প্রতিটি শাস্ত্রলিপি ঈশ্বর-নিশ্বাসিত বা ঈশ্বরানুপ্রাণিত। এই লেখকরা একজন অন্যজনের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ করতে পারেন নি, কারণ তারা একই সাথে একই সময়ে এই পৃথিবীতে ছিলেন না। বাইবেলের প্রথম বইটি যীশু খ্রীষ্টের প্রায় ১,৫০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল, এবং এর শেষ বইটি যীশু খ্রীষ্টের প্রায় ১০০ বছর পরে লেখা। যেহেতু

বাইবেলের বইগুলি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাই এগুলিকে আমরা পবিত্র বলতে পারি।

বাইবেলের লেখকদের মধ্যে রাজা, জেলে, শ্রমিক রাজনীতিবিদ, সৈনিক, ধর্মীয় নেতা, কৃষক, বণিক এবং কবি প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার লোক ছিলেন, তাদের রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন, এতদসত্বেও ঈশ্বর তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন বলেই তারা একই প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছিলেন। এই প্রসঙ্গ বা এর মূল বিষয় হল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ক।

সমস্ত বইয়ের মধ্যে এইরূপ ঐক্য এবং কোনরকম বিরোধ বা গরমিল না থাকা সম্ভব হল কি করে ? এর কারণ বাইবেলের মূল লেখক একজনই,—তিনি ঈশ্বর,—তিনিই বিভিন্ন লোকের মাধ্যমে কথা বলেছেন।

নীচে মনে রাখবার মত একটা সুন্দর পদ দেওয়া হল। এই পদটি মুখস্থ করুন ঃ

> কারণ নবীদের কথা মনগড়া নয়; পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েই তারা ঈশ্বরের দেওয়া কথা বলেছেন (২ পিতর ১ ঃ ২১ পদ)।

বাইবেলের সাধারণ গঠণ ঃ

লক্ষ্য ৩ ঃ পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যকার কমপক্ষে তিনটি পার্থক্য সনাক্ত করতে পারা।

যখন দু'জন লোক অথবা দুটি জাতি কোন বিশেষ চুক্তি সম্পাদন করতে চায় তখন তারা একখানি কাগজে তা লেখে, যা চুক্তি পত্র নামে পরিচিত। একবার চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর দেওয়ার পরে সেই চুক্তি অবশ্যই আর অমান্য করা যায় না।

"নিয়ম" কথাটির মানেই চুক্তি বা সন্ধি। বাইবেল পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম নামে দুই ভাগে বিভক্ত। এ গুলি আসলে মানুষের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি পত্র।

বাইবেলের প্রথমে যে সূচীপত্র আছে তাতে আপনি পুরাতন ও নূতন নিয়মের বইগুলির নাম দেখতে পাবেন। কোন বই কত পৃষ্ঠায় আরম্ভ হয়েছে তাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি দেখতে পাবেন যে প্রথমে পুরাতন নিয়ম এবং পরে নূতন নিয়মের বইগুলি দেওয়া হয়েছে।

পুরাতন নিয়ম যিহুদী জাতিকে দেওয়া হয়েছিল, যারা হিব্রু (হিব্রীয়) বা ইস্রায়েলীয় নামে পরিচিত ছিল। ঈশ্বর তাদের

মনোনীত করেছিলেন যেন তারা তাঁর প্রকাশিত সত্য গ্রহণ করে ও লিপিবদ্ধ করে, এবং অন্যদের তা শিক্ষা দেয়। যিহুদীদের ভাষা ছিল হিব্রু, তাই পুরাতন নিয়ম হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল।

জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে ত্রাণকর্তা এসে নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মানুষের সাথে ঈশ্বরের যে সম্পর্ক ছিল, তার ইতিহাস ও শর্তাবলী আমরা পুরাতন নিয়মে পাই।

যারা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করে, তাদের সাথে ঈশ্বর যে নতুন নিয়ম বা চুক্তি করেছেন, "নূতন নিয়মে" আমরা তার ইতিহাস ও শর্তাবলীর বিবরণ পাই। নূতন নিয়মে যীশুর জীবন ও তার শিক্ষার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

নূতন নিয়ম যখন লেখা হয়েছিল তখন গ্রীক ছিল প্রচলিত সাধারণ ভাষা যা সবাই জানত ও বুঝত। এই নূতন নিয়ম বা চুক্তি কেবল যিহুদীদের জন্য ছিল না, তা ছিল সব মানুষেরই জন্য, তাই নূতন নিয়ম গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। যার ফলে অধিকাংশ লোকই তা পড়তে পারত।

পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ নূতন নিয়ম যে পুরাতন নিয়মের পূর্ণতা সাধন করে তার একটি উদাহরণ দিতে পারা।

পুরাতন নিয়ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বর মানুষের জন্য তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তা ছিল একটা সাময়িক বা অস্থায়ী চুক্তি। যতদিন না যীশুখ্রীষ্ট এসে এর চেয়ে ভাল ও স্থায়ী চুক্তি স্থাপন করেন ততদিনই ছিল এর মেয়াদ। আমরা বর্তমানে নূতন চুক্তি, অর্থাৎ নূতন নিয়মের অধীনে জীবনযাপন করছি, তাই আমরা আপনাকে প্রথমে নূতন নিয়ম পড়বার পরামর্শ দেই।

পুরাতন নিয়মের উপরই নূতন নিয়মের ভিত্তি। নূতন নিয়ম যে কেবল এই দুটি চুক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তা নয়, অধিকন্তু পুরাতন নিয়মের অনেক ভাববাণীর পূর্ণতার বিবরণও আমরা এতে পাই।

উদাহরণ স্বরূপ পুরাতন নিয়মের মীখা ভাববাদীর বইয়ে (৫ ঃ ২ পদ) বলা হয়েছে যে যিহুদিয়ার বৈৎলেহমে ত্রাণকর্তা জন্ম গ্রহণ করবেন। নূতন নিয়মে মথি ২ ঃ ১ পদ বলে যে ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট বৈৎলেহমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পুরাতন নিয়মে গীত সংহিতা ২২ ঃ ১৮ পদ বলে যে লোকেরা ত্রাণকর্তার পোশাক গুলিবাট করে (বা ভাগ্য পরীক্ষা করে) নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। যীশু যখন ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করলেন তখন সৈন্যরা তাঁর পোশাক তদ্রূপভাবে নিয়ে নিয়েছিল। মথি ২৭ ঃ ৩৫ পদে আছে, "যীশুকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা ভাগ্য পরীক্ষা করে তাঁর কাপড়-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।"

এইরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নূতন নিয়মের মধ্যে পুরাতন নিয়মের যে সব ভাববাণী পূর্ণ হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মের মত অতি প্রাচীন পুস্তক যে আজও তার অস্তিত্ব রক্ষা করছে তা নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্যের ব্যাপার। ঈশ্বরের সেই মনোনীত জাতি, যারা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছিল, তা রক্ষা করেছিল, এবং অন্যান্য জাতিদের কাছে সাক্ষ্য বহণ করেছিল, তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।

বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ

বিভিন্ন ভাষা

লক্ষ্য ৫ ঃ একাধিক ভাষায় আমাদের বাইবেল প্রয়োজন হয় কেন, তার একটি কারণ বলতে পারা।

ঈশ্বর চান যেন প্রতিটি মানুষ তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করে (২ পিতর ৩ ঃ৯)। ঈশ্বরের এইরূপ ইচ্ছা থাকায় তিনি চান যেন প্রতিটি মানুষ তাঁর বাক্য বুঝতে পারে। এই জন্যই পুরাতন নিয়ম যিহুদীদের জন্য হিব্রু ভাষায়, এবং নূতন নিয়ম সারা পৃথিবীর জন্য গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল।

আজকাল আমরা হিব্রু অথবা গ্রীক ভাষা বুঝি না, তাই বাইবেল যদি আমাদের নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করা না হত তাহলে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হত। যে ভাষা আমরা ভাল করে জানি না সেই ভাষায় যদি আমরা কিছু পড়তে চাই তবে খুব সাধারণ বিষয় সম্বন্ধেও ভুল বুঝার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই আমরা বাইবেল পাঠ করি, অন্যদের তা শিক্ষা দেই, এবং বাইবেলের অনুবাদ করে প্রকাশ করি। বিভিন্ন দেশের বাইবেল সোসাইটি নতুন অনুবাদ প্রকাশের কাজ করে যাচ্ছে।

বাইবেল প্রায় ১,৩০০টি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

যখনই কোন নতুন ভাষায় অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়, তখন তা খুবই আনন্দের বিষয়। কারণ এর মানেই আরও অনেক লোকে তাদের নিজ-ভাষায় বাইবেল পড়বার সুযোগ পাবে। আরও কয়েক শত ভাষায় এখনও বাইবেল অনুবাদ করা হয়নি। আসুন আমরা প্রার্থনা করি যেন যারা এই মহান কাজে নিয়োজিত আছেন তারা যেন তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার শক্তি লাভ করেন।

একই ভাষায় বিভিন্ন অনুবাদ বা সংস্করণ

লক্ষ্য ৬ ঃ একই ভাষায় বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদ করা হয় কেন, তার একটি কারণ বলতে পারা।

কখনও কখনও একই ভাষায় বাইবেলের একাধিক অনুবাদ বা সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। কারণ সময়ের সাথে সাথে ভাষারও পরিবর্তন হয়। সময়ের বিচারে কোন অনুবাদ যখন পুরানো হয়ে যায় তখন তা বুঝা একটু কঠিন হয়ে পড়ে, আর তখন এর ভাষায় কিছু পরিবর্তন করা আবশ্যক হয়। পুরানো শব্দ বাদ দিয়ে তার বদলে দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহৃত নতুন শব্দ যোগ করা হয়।

একই ভাষায় নতুন আর একটি অনুবাদ করবার অর্থ এই নয় যে বাইবেলের অর্থ ও শিক্ষায় পরিবর্তন করা। যে কোন অনুবাদ পুরানো, কি নতুন, ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট সব বাইবেলই মূলতঃ এক। সবক্ষেত্রেই অনুবাদকরা মূল গ্রীক অথবা হিব্রু ভাষার নির্ভুল অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছেন।

বাইবেলের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা অনুবাদ যেটি, সেটি প্রায় একশো বছরের বেশী পুরানো এবং তা সাধু ভাষায় লেখা। অনেক আগের অনুবাদ বলে আজকাল তা বুঝা একটু কঠিন। চলতি বাংলা ভাষায় নূতন নিয়মের যে সহজ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এই বইয়ে সাধারণতঃ সেই অনুবাদ থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে পুরাতন নিয়মের চলতি ভাষায় সহজ অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয়নি বলে পুরাতন নিয়মের পুরানো অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে। নীচে ফিলিপীয় ৩ ঃ ১ পদের সাহায্যে নতুন ও পুরানো অনুবাদের তুলনা করে দেখানো হয়েছে। "শেষ কথা এই, হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রভুতে আনন্দ কর। একই কথা তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ লিখতে আমার আয়াস বোধ হয় না, আর তাহা তোমাদের রক্ষার নিমিত্ত।" (পুরানো অনুবাদ)

"শেষে বলি, আমার ভাইয়েরা, তোমরা প্রভুর সঙ্গে যুক্ত আছ বলে আনন্দ কর। তোমাদের কাছে আবার একই কথা লিখতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, আর তোমাদের সতর্ক করবার জন্য তা করা ভাল।" (নতুন অনুবাদ)

অনেক পাঠকের কাছে আধুনিক নতুন অনুবাদ বুঝা সহজ, আবার অনেকে পুরানো অনুবাদই বেশী পছন্দ করেন।

এপোক্রিফা

লক্ষ্য ৭ ঃ এপোক্রিফা সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের কোন কোন অনুবাদে এমন কয়েকটি বই (এপোক্রিফা) যুক্ত করা হয়েছে যেগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এই সন্দেহপূর্ণ বইগুলি এপোক্রিফা নামে পরিচিত। এই বইগুলিতে পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যবর্তী ৪০০ বছর সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ যা নির্ভুল নয়। এগুলি যে ঈশ্বরানুপ্রাণিত তার কোন প্রমাণ নাই। আর এই জন্যই এই বইগুলি যিহুদীদের পবিত্র পুস্তকাবলীর (যে গুলি নিয়ে পুরাতন নিয়ম গঠিত) মধ্যে গ্রহণ করা হয়নি।

এই সন্দেহপূর্ণ বইগুলিকে একত্রে এপোক্রিফা এই নাম

দেওয়া হয়েছে যার অর্থ হলো "গুপ্ত বিষয়" । এই বইগুলিকে কঠিন বলে মনে করা হত । সাধারণ পাঠকরা এগুলি বুঝতে সক্ষম ছিল না। অপর পক্ষে পবিত্র শাস্ত্র আমাদের সকলেরই উপকার ও উপভোগের জন্য দেওয়া হয়েছে । ঈশ্বরের ইচ্ছা সবাই যেন পরিত্রাণ পায় ও "খ্রীষ্টের বিষয়ে সত্যকে গভীরভাবে বুঝতে পারে" (১ তীমথীয় ২ঃ ৪) ।